যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১০৭৫

১/ বিবিধ

আরবী

ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآنق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى يصحو
ضعيف

رواه ابن عدي في " الكامل " (ق 149/1) وابن خزيمة (940) وابن حبان في " صحيحه " (1297) وابن عساكر (12/5/1) عن هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا به
ذكره ابن عدي في ترجمة زهير هذا، وقال عقبه
رواه ابن مصفا أيضا عن الوليد
قلت وخالفهما في إسناده موسى بن أيوب وهو أبو عمران النصيبي الأنطاكي فقال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم - 9385) وقال
لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد
قلت: وأنا أظن أن هذا الاضطراب والاختلاف في إسناده إنما هو من زهير بن محمد نفسه وهو الخراساني الشامي، فإن الراوي عنه الوليد بن مسلم ثقة، وكذلك الرواة عنه كلهم ثقات، وهم شاميون جميعا، وقد قال الحافظ في ترجمته من " التقريب سكن الشام ثم الحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، قال

البخاري عن أحمد: كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه
وقال الذهبي في " الضعفاء
ثقة فيه لين
والحديث قال المنذري في " الترغيب " (3/78 ـ 79) : رواه الطبراني في " الأوسط " من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " من رواية زهير بن محمد
قلت: وهذا التخريج يوهم أن الطبراني ليس في روايته زهير بن محمد وهو خلاف الواقع، فإن زهيرا في رواية الجميع، إلا أن شيخه عند الطبراني هو ابن عقيل، وعند ابن حبان وكذا ابن خزيمة محمد بن المنكدر وذلك من اضطراب زهير كما بينا
وذكر المناوي في " شرحيه " عن الذهبي أنه قال في " المهذب
هذا من مناكير زهير
وقال الهيثمي في " المجمع " (4/31)
" رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
كذا قال، وعلة الحديث لين زهير واضطرابه في سنده، ولولا ذلك لكان الحديث ثابتا، ولبيان هذه الحقيقة التي قد لا تجدها في غير هذا المكان كتبنا ما سبق، والله هو الموفق، والحديث مما أورده الغماري في " كنزه " خلافا لشرطه

বাংলা

১০৭৫। তিন ব্যক্তির সালাত আল্লাহ তা’আলা কবুল করবেন না এবং তাদের কোন নেককর্ম আসমানে উঠাবেন না; পলায়নকারী দাস যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রভুর নিকট ফিরে না আসবে। অতঃপর তার হাত তাদের হাতের উপর না রাখবে। যে মহিলার উপর তার স্বামী রাগান্বিত হবে তার সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মাতাল তার সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে (কাফ ১/১৪৯), ইবনু খুযাইমাহ (৯৪০), ইবনু হিব্বান তার “সহীহ” গ্রন্থে (১২৯৭) এবং ইবনু আসাকির (১২/৫/১) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী যুহায়েরের জীবনীতে উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেনঃ ইবনু মুসাফফাও ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তাদের দু’জনের বিরোধিতা করেছেন মূসা ইবনু আইউব তিনি হচ্ছেন আবু ইমরান নাসীবী আল-আনতাকী, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি যুহায়র ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্বারানী হাদীসটি “আল-মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (নং ৯৩৮৫) উল্লেখ করে বলেছেনঃ জাবের (রাঃ) হতে হাদীসটি একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আমার ধারণা তার সনদে এ ইযতিরাব ও মতভেদ যুহায়ের হতেই সংঘটিত হয়েছে। তিনি খুরাসানী শামী। তার থেকে বর্ণনাকারী ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম নির্ভরযোগ্য। অনুরূপভাবে তার থেকে সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তারা সকলেই শামী। হাফিয ইবনু হাজার যুহায়েরের জীবনীতে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি শামে বাস করতেন অতঃপর হিজাজে। তার থেকে শামীদের বর্ণনা সঠিক নয়। তিনি সে কারণে দুর্বল। ইমাম বুখারী ইমাম আহমদের উদ্ধৃতিতে বলেনঃ সম্ভবত যে যুহায়ের থেকে শামীরা বর্ণনা করেছেন তিনি অন্যজন। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি শাম দেশে তার হেফয হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তার বহু ভুল সংঘটিত হয়েছে। যাহাবী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তার মধ্যে দুর্বলতা আছে। হাদীসটি মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (৩/৭৮-৭৯) উল্লেখ করে যে কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ জাগে যে, ত্বারানীর বর্ণনায় যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ নেই। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীতে। কারণ সব সূত্রেই যুহায়ের রয়েছেন।

মানবী যাহাবীর উদ্বৃতিতে বলেনঃ তিনি "আল-মুহাযযাব" গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীসটি যুহায়েরের মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে যুহায়েরের দুর্বল হওয়া ও তার সনদে ইযতিরাব ঘটা। যদি তা না হতো তাহলে অবশ্যই হাদীসটি সাব্যস্ত হতো। গুমারী তার নিজ শর্ত ভঙ্গ করে "আল-কানযুছ ছামীন" (১৫৫৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71954

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন